Available online at http://www.ijims.com
ISSN: 2348 – 0343

Bani Basu's 'Maitraya Jatak' : Interpretation of Buddhism

বাণীবসুর 'মৈত্রেয় জাতক': প্রসঙ্গ বৌদ্ধ দর্শণ

Madhuri Nath

Faculty, Sambalpur Anchal High School ,W. B., India

Abstract

As 'MAITREYA JATAK' is a well known novel by Bani Basu the novelist wants to represent the character 'Goutam Buddha' as a person who till now is contemporary with his philosophy. Life is a journey towards 'Nirvana' through honest work, honest ambition and honest thinking. But now in socio –political and religious conflict the soul of human being is also corrupted by politics, social rituals and religion. He remains silent about the theory of God. With 'Dhyanyoga' he goes towards nothingness but suppressed to all his followers. Whether the world is eternal or not, the soul is existed or not –these are vague questions. After death what will being about is not required to be known. The novel starts with the character 'Chanak', a graduate of 'Takshashila. In 566 B.C. Goutam Buddha was born. Another graduate of 'Takshashila" Panchal Tishya is also a friend of Chanak. Both of them want to accumulate the Jumbudwip against the attack of the outside enimies, but they could not. Buddha could not make the society as he wanted. As the Buddhists were killed by their sons or friends, 'Buddhism' became valueless. As Buddha was 'Shakyas', Shakyas were killed by Birurak. We can say Buddha could not succeed to achieve his goal. Finally, lying at the death-bed he foresaw that his another Maitreya. i.e. the reformer will come after 5000 years. The work will get started by Chanak with Shabar Ragga. What he is and what he is to do, he almost forget. But his thinking is flowing towards next 5000 years. Now we are to be waiting for the reformed society when all men will be beyond politics, social conflict and self consciousness. Although he was a spiritual person ,he related with the kings and the 'Banik's i.e. (businessmen).

Key Words: Buddhism, Contemporary Philosophical outlook, 'Nirvana', Social Conflict, Self Consciousness.

Article

'মৈত্রেয় জাতক' উপন্যাসিক বাণী বসুর এমন একটি উপন্যাস যেখানে একবিংশ শতাব্দীর প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার এমন একজন ব্যক্তির জীবন দর্শন আজও কেন প্রাসঙ্গিক তা তুলে ধরার প্রয়াস করেছেন। 'মৈত্রেয় জাতক' গৌতম বুদ্ধের জীবনকথা নয়। তার নিজের বক্তব্য হল এটি এমন এক জাতক যা সময়কালের পুনর্নির্মাণ। যা আজকের সময়কালে সংকট মুহূর্তে ফিরে দেখার যোগ্য । ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রচিত ঐতিহাসিক নয় , যেখানে ইতিহাসের অনিশ্চিত তথ্য বা পরস্পরবিরোধী মত সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক কল্পনার আশ্রয় দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করেছেন । সিদ্ধার্থ একজন অসাধারন বুদ্ধিমান, অসামান্য দৈহিক রূপ ও ব্যক্তিমায়া সম্পন্ন, মাঝে মাঝে কৌতুকপ্রিয়, স্থিতধী অথচ ট্র্যাজিক মানুষ । আজকের ভাষায় তিনি শোধনবাদী, অতিকৃচ্ছ্র ও অতিভোগ এই দুটোর মধ্যবর্তী মধ্যপন্থার কথা বলেছেন । তাঁর গঠিত সঙ্ঘে তিনি সমাজশক্তি ও রাজশক্তির সঙ্গে আপোস করেছেন । এই মহামানব যিনি মানুষের কল্যানের জন্য নিজের উদ্যোগে লোকগুরুর ভূমিকা নেন, তাঁর লক্ষ্য ছিল সংযত, সজাগ, কর্তব্যপরায়ন, সহনশীল, করুণাময়, নিরাসক্ত এক সমাজ ব্যবস্থার পত্তন । বর্ণভেদ তিনি মানতেন না, তাঁর সঙ্ঘও মানত না, কিন্তু সমাজ শরীর

থেকে বর্ণভেদ উঠিয়ে দেবার চেষ্টাও তিনি করেন নি । জন্মের বদলে গুনকর্মের ওপর নির্ভরশীল বর্ণভেদের কথা বিশেষত ব্রাহ্মণত্বের কথা তিনি বহুবার বলেছেন । অর্থাৎ শ্রমভাগের একটা কাঠামো হিসেবে বর্ণভেদের ভূমিকাও তিনি অস্বীকার করেন নি। ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পর্কে তিনি নীরব রইলেন এবং তিনি ধ্যানযোগে যে অনাদ্যন্ত শূণ্যের মুখোমুখি হলেন তা সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করলেন না –তিনি বলেছেন এক অদ্ভুত জগৎ, অদ্ভুত সমাজের কথা । যেখানে হিংসা, ঈর্ষা, দ্বেষ, কলহ নেই । সৎ কর্ম, সৎ সঙ্কল্প, সৎ চিন্তার মধ্যে দিয়ে জীবনকাল কাটিয়ে পৌছাও এক অনির্বাণ প্রশান্তিতে যার নাম নির্বাণ । অজাতশত্রুর নানাবিধ প্রশ্ন "(১) জগৎ শাশ্বত কি অশাশ্বত ? (২) দেহ ও আত্মা এক না পৃথক ? (৩) ভগবান নির্বাণ প্রাপ্ত অর্হন কি বিদ্যমান থাকেন ?" ১-এর উত্তরে তিনি জানান –''

' জগৎ শাশ্বত বা অশাশ্বত, আত্মা আছে কিনা, মৃত্যুর পর কি ঘটবে এ সকল উত্তর প্রত্যুত্তরে শুধু কালক্ষেপই হবে, জরা, মরণ, পরিদেব, শোক এগুলির থেকে মুক্তি হবে না । তথাগত যেসব বিষয়ে চর্চা করেননি সেগুলি চর্চার অযোগ্য জানবে । অস্ত্র ব্যতীত, হিংসা ব্যতীত এক সুন্দর জীবন গঠনের চেষ্টায় নিয়োজিত হও ।''2

আনুমানিক ৫৬৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে নেপালের তরাই অঞ্চলের কপিলাবস্তু রাজ্যে গৌতমবুদ্ধের জন্ম হয় । ৩৫ বছর বয়সে 'বোধি' বা দিব্যজ্ঞান লাভ করার পর তাঁর নাম হয় 'বুদ্ধ' বা জ্ঞানী বা 'তথাগত' । বৌদ্ধত্ব লাভের পর বারাণসীর নিকটবর্তী সারনাথে তিনি ধর্মমত প্রচার করেন । বৌদ্ধমতে 'নির্বাণ' বা মুক্তিলাভ করাই হল মানবজীবনের মূল উদ্দেশ্য নির্বাণের অর্থ হল, সমস্ত রকমের জাগতিক কামনা-বাসনার অবসান ও জন্মচক্র থেকে মুক্তি –অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম অনুসারে নির্বাণ হল শাশ্বত শান্তি । বৌদ্ধধর্মে চারটি মূল সত্য তথা আর্যসত্যের কথা বলা হয়

–i) "জগৎ দুঃখময়, ii) জাগতিক কামনা-বাসনা ও আসক্তিই হল মানুষের যাবতীয় দুঃখের কারণ, iii) দুঃখের কারণগুলি ধ্বংস করতে পারলে দুঃখের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়, iv) দুঃখের কারণগুলির ধংসের উপায় আছে । মানুষের জীবনের এই চারটি সত্যকেই আর্যসত্য বলা হয় । বৌদ্ধধর্মের মতে, পার্থিব ভোগ- তৃষ্ণার প্রতি মানুষের আসক্তি থেকেই দুঃখের জন্ম এবং ভোগতৃষ্ণাই ইহজগত থেকে মুক্তির পরিবর্তে মানুষের জন্মান্তর ঘটায়।" ৩ বৌদ্ধধর্মের মতে, 'চরম ভোগ বিলাস ও চরম কৃচ্ছ্রসাধনা এই দুটি পন্থাই আত্মার উন্নতিতে বিঘ্ন ঘটায় । এইজন্যেই বৌদ্ধধর্মে এই দুই চরমপন্থার মঝ্ঝিম বা মধ্যপন্থা অনুসরনের কথা বলা হয়েছে –এই মধ্যপন্থাই হল নির্বাণ লাভের প্রধান পথ ।' ৪ তার জীনদ্দশাতেই তৎকালীন যুগের মগধরাজ বিম্বিসার, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ প্রমুখ ব্যক্তিত্বরা ছিলেন তাঁর উল্লেখযোগ্য শিষ্য ।

ইতিহাসের এই তথ্য কেন্দ্রে রেখে ঔপন্যাসিক দেখাতে চাইলেন যে 'মৈত্রয়'র সূচনা বুদ্ধ যুগে সেই মৈত্রয় আজও আসেননি । বুদ্ধপন্থার পাশাপাশি জৈনপন্থা সহ মোট তেষট্টিটি বেদবিরোধী শ্রমণপন্থা ছিল । কিন্তু গৌতম ছাড়া আর কাওকেই হত্যার চেষ্টা হয়নি । দেবদত্ত ব্যক্তিগত অসূয়াপ্রসূত হয়ে তাঁকে হত্যায় উদ্যত হন, কিন্তু জনসাধারণ তা সমর্থন করেননি । গৌতম নিজেও পালিয়ে বাঁচতে চান নি – তিনি আনন্দ কে বলেছেন – মৃত্যু প্রবেশ করে নি এমন কোন স্থান নেই বলেই তিনি পালাতে চান না । সমগ্র উপন্যাস জুড়ে বৈশ্য বণিক শ্রেষ্ঠীদের পারস্পরিক ব্যবসা বানিজ্যের প্রসার ঘটে, ষোড়শ মহাজনপদ বা বৃহৎ রাজ্যগুলোর মধ্যে বৃজি বা উপন্যাসে বজ্জি নামে এবং মল্ল প্রজাতান্ত্রিক রাজ্য এছাড়া বাকী সব রাজ্যে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় ।

বৈদিক যুগের শেষের দিকে উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সংঘাত শুরু হয় এবং মগধ কোশল, অবন্তি ও বৎস এই রাজ্য চারটি ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে । ধীরে ধীরে অন্য রাজ্যগুলো জয় করে নিয়ে মগধ কালক্রমে সাম্রাজ্যে পরিণত হয়ে ওঠে । এই মগধের প্রতিনিধি হলেন পাঞ্চাল তিষ্য –যিনি তক্ষশীলার স্নাতক । লিচ্ছবিদের গৃহে তিষ্য আতিথ্য গ্রহণ করেছেন –মগধরাজ বিম্বিসারের বার্তা বয়ে এনেছেন তিনি – বন্ধুল তিষ্যকে সীহর কাছে পাঠিয়েছেন । লিচ্ছবিরা অতিথি বৎসল হলেও অতিথিকে, মগধের রাজপ্রতিনিধিকে চোখের আড়ালে রাখেন না । তাই মাঝ রাতে তিষ্যর ঘুম ভেঙে গেলে সীহ তাঁকে প্রস্তাব দেন সুন্দরী রমনী পাঠিয়ে তাঁর যন্ত্রণা দূর করতে –তিষ্য রাজী না হওয়ায় সীহ তাঁকে নিয়ে যান অম্বাপালির কাছে । জম্বুদ্বীপের এই শ্রেষ্ঠ নারী ভগবান বুদ্ধের চোখেও ধন্ধ লাগিয়ে দিয়েছিলেন । বৈশালীতে তাঁর আমন্ত্রন সভায় তথাগত বারবার তাঁকে দেখছিলেন কী আশ্চর্য এই অম্বপালি । কত সামান্য বেশ, কোন প্রসাধন নেই, অলঙ্কার ন্যূনতম, তবু কী মহিমা ! তুষিত স্বর্গের দেবীরাও বুঝি এই মানবীর কাছে পরাভূত হবে । তাই তিষ্যকে খুব সহজেই তিনি শান্তি দিতে পারেন । প্রায় একটি পূর্ণদিবস তিষ্য নিদ্রাযাপন করে সুস্থ হয়ে ওঠেন ।

শেষবারের মত কাত্যায়ন চণক গৃধ্রকুটের পাশ দিয়ে নগরের প্রাকারের দিকে চলে যাচ্ছেন । রাজগৃহ আজ নিদ্রিত । সব তাঁর কাছে অসত্য, ভ্রান্ত, মায়া বলে প্রতিভাত হতে থাকে । আটবিকদের তিনি বিশ্বাস করেছিলেন – তাদের আশ্রয়ে ছিলেন বহুদিন । আবার 'রগ্গা'কে খুঁজতে খুঁজতে চলে যান গহিন অরণ্যে । অরণ্যের গহনে কাত্যায়ন চণক নিজেকে সমর্পন করেছেন । পাঞ্চাল তিষ্য কুমার জানিয়েছেন মগধরাজ বিম্বিসারের সঙ্গে কোশল ,কুরু ,পাঞ্চাল,কৌসাম্বী, উজ্জয়িনী, বৈশালীর ,গণ রাজারা মৈত্রী স্থাপনে প্রস্তুত কিন্তু রাজসংঘের বিষয় এখনও অস্পষ্ট । বিম্বিসার জানেন এই জীবন ততটুকু পারবে যতটুকু ব্যক্তির কর্ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছে । সভায় কুমার কুনিয় অস্ত্র তুলেছেন পিতা বিম্বিসারকে হত্যার উদ্দেশ্যে । বিম্বিসার সিংহাসন ছেড়ে সভা ত্যাগ করলে পরিপূর্ণ সভার অনুচ্চারিত ধিক্কারের মধ্যে ভ্রুকুটি ভীষণ মুখে অজাতশত্রু সিংহাসনে বসলেন । জিতসোমা নটী –কিন্তু কাত্যায়ন কন্যা এবং বিদুষী বলে রাজা বিম্বিসার তাঁকে ভৃতকভোগী অমাত্যের মর্যাদা দিয়েছিলেন –কিন্তু তা গুপ্ত ছিল । বুদ্ধদ্বেষী থের – দেবদত্তকে জিতসোমার পরামর্শ মত কোন বিহার স্থাপন করে দিলেন না –তাই দেবদত্তের সাহচর্যে কুমার কুনিয় এত উদ্ধত আচারণ করতেও পিছু পা হন না । বিম্বিসারের অগাধ বিশ্বাস যে কোন বিপদে তথাগত তাঁকে রক্ষা করতে পারবেন কিন্তু তা তো হল না । বৌদ্ধ ধর্মসংঘের ভেতরে শ্রমণ দেবদত্ত রাষ্ট্রীয় রাজনিতির কিট প্রবেশ করিয়েছেন । যে রাজশাস্ত্র জিতসোমা স্মরন করেছেন তাতে তিনি লিখেছেন

রাজপুরোহিত শুধু ধর্মকার্যে রাজাকে সহায়তা করেন না, তিনি এবং যে কোন পন্থের প্রব্রাজকের সঙ্গে রাষ্ট্রনীতির সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকে । সাধারণ সূত্র –ক্ষমতার লোভ । প্রয়োগের ক্ষেত্র প্রজাসাধারণ । উভয়েরই অস্ত্র –ভয় । রাজা ধনমানপ্রানের ভয় সব সময় জাগিয়ে রাখেন রাজদণ্ড সামনে রেখে । আর সন্ন্যাসীর পলাশদণ্ড ? অভিশাপের ভয়, নরকের ভয়, তির্যক বা হীনযোনিতে জন্মের ভয় । ৫ রাজশাস্ত্রে আরও উল্লেখ আছে রাজারা যদি "সত্যই প্রজাপালক লোকসেবক হন, হতে চান তাহলে যে প্রব্রাজক, পুরোহিত, বৈরাগী, আপণার ঘনিষ্ঠ হতে চাইবে তাকে গূঢ়, কূট, স্বার্থসন্ধানী জেনে দূরে রাখবেন।"৬ রাজা ও সন্ন্যাসী

একত্র হলে তা কোন অর্থেই কারোর পক্ষে শুভ নয় । রাজার পক্ষে ও তা শেষ পর্যন্ত অশুভ হয়ে দাঁড়ায় । যেমন মহারাজা বিম্বিসারের ক্ষেত্রে হল ।"

রাজশাস্ত্র দেবরাত চণক রচনা করেছেন – তক্ষশিলার স্নাতক বলে বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পান এবং বুঝতে পারেন – সেই চণক শ্রমণ গৌতমকে সবার সমনে স্পর্ধা দেখিয়ে মৃত নটীর দেহ সৎকারের ব্যবস্থা করেছিলেন । শ্রমণ গৌতমের প্রতি মগধরাজের অত্যন্ত বিনয় নাকি রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর সেই জন্যই কুমার রাজা বিম্বিসারকে সিংহাসনচ্যুত করেছেন । কুমার কুনিয় এখন রাজা অজাতশত্রু – তার ঘরে সদ্যাবিবাহিতা সুন্দরী তরুণী মহিষী পদুমাবতী রয়েছেন – তিনি অত্যন্ত চতুর, ক্ষমতাবতী, অভিমানিনী –কুনিয়র প্রতি তার আকর্ষণও প্রবল অথচ জিতসোমা এক অমূল্য সম্পদ, পিতার সঙ্গে সংগ্রাম করে তাকে পাওয়া – সোমাকে তিনি কোন অবস্থাতেই হারাতে চান না । কুনিয়র মাতা কোশল রাজবংশের কণ্যা কোশলদেবী- তিনি চেয়েছিলেন তক্ষশিলায় পাঠিয়ে পুত্রকে শিক্ষাদান করতে । বিম্বিসারের প্রথম বৈধ পুত্র কুনিয় । তাই যথেষ্ট স্নেহ দিয়ে বড় করতে গিয়ে তিনি তাকে শিক্ষাদানের জন্য বারাণসী থেকে আচার্য আনিয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন । তাই এত উদ্ধত আজ । পদচ্যুত মহারাজ বিম্বিসারকে অনহারে রাখা হল বন্দী করে।

বৌদ্ধ দর্শণ ক্ষণিকবাদে বিশ্বাসী । তারা মনে করেন সমস্ত কিছুই এক ক্ষনের জন্য স্থায়ী । বিম্বিসার বন্দি অবস্থায় নিজেকে প্রশ্ন করেন তিনি কে ? মানুষের যে চেতনা ব্যক্তিকে আমি বলে সে কে ? কয়েকদিন আগেও মাহারাজ বিম্বিসার নিজের সম্পর্কে এরকম প্রশ্ন করেন নি । তাঁর মনে পড়ে তথাগত বলেছেন প্রতিটি ক্ষন স্বতন্ত্র, নিরবচ্ছিন্ন ধারে ক্ষন পরম্পরা আসে তাই মনে হয় এক । প্রকৃতপক্ষে এক নয় । বালক বিম্বিসার, বান্ধবী সুমনার সঙ্গে প্রহারে মেতে থাকা বিম্বিসার, পিতৃশত্রু অঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্তকে নির্মূল করা বিম্বিসার, শ্রাবন্তীর রাজকুমারীকে মহাসমারোহে বিবাহ করা বিম্বিসার এবং

> এক শ্রমণ যুবকের অলোকসামান্য প্রতিভাচ্ছটায় মুগ্ধ হয়ে যে তাঁকে রাজন্যপদ, সেনাপতিপদ দিতে চাইল দেশনা শুনছে মহারাণী ক্ষেমার সঙ্গে রহস্যলাপে মত্ত, চণক... দৈবরাত চণকের সঙ্গে সেই আশ্চর্য মিলনে মিলিত বিম্বিসার, ভোজনগৃহের কেন্দ্রে আমরণ বন্ধুত্বের অঙ্গীকার ...হায় চণক...হায়, -এগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিম্বিসার, নানা বিম্বিসারের এক মালা এ । একটির কর্ম অন্যটিকে সৃষ্টি করে যাচ্ছে ক্রমাগত...- তৈলধারের মত । ৭

গৌতম পত্নী রাহুলমাতা দেবী যশোধরা আর একটি প্রশ্ন তুলেছেন মিগার বধূ সাকেত কণ্যা (ধনঞ্জয়ের জ্যেষ্ঠ কণ্যা) বিশাখার কাছে –যদি তথাগত মুক্ত পুরুষই হবেন তাহলে তিনি যেখানে অবস্থান করেন সেখানে যশোধরার ঠাঁই হয় না কেন ?অতি কৃচ্ছসাধন যেখানে তিনি নিষেধ করেছেন –যশোধরা যখন দিনের পর দিন অতিকৃচ্ছের মধ্য দিয়ে দিন যাপন করেছেন তিনি নিষেধ করেন নি কেন ? তাহলে বুদ্ধের কথিত দর্শণের সঙ্গে পালনীয় দর্শণে কি কোথাও দ্বন্দ্ব রয়ে গেল ? যশোধরা প্রশ্ন তুলছেন যিনি রাজা হয়ে প্রজা পালন করতে পারতেন, নির্লোভ, বুদ্ধিমান, বীর্যবান রাজা হতে পারতেন –সমগ্র দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে, সামাজিক নিয়ম নীতির ক্ষেত্রে আনতে পারতেন অভাবিতপূর্ণ পরিবর্তন –তিনি তাঁর 'আলোকসামান্য শক্তি দিয়ে শুধু ভিক্ষাজীবি

তৈরী করে গেলেন –যা পূর্ণ ছিল তা শূণ্য হয়ে যাচ্ছে -যা শূণ্য আছে তা হচ্ছে শূণ্যতর –বিপুল এক বিনাশ – এই কি স্ত্য'? ৮

তথাগত বুদ্ধের কর্মতত্ত্বের পালক হবার অপরাধেই মগধরাজ বিম্বিসার কারারূদ্ধ হন এবং তাঁকে অনশনে রাখা হয় । গান্ধার নটী জিতসোমা বন্দিনী । কুমার অজাতশত্রু সোমাকে বন্দী করেছেন তিনি বিম্বিসার –অমাত্য বলে এবং তাঁর কাছে অপ্রাপনীয়া । দৈবরাত চণক রাজগৃহ থেকে নির্বাসিত বুদ্ধ বিরোধিতার কারণে –তাই বিম্বিসারের মৃত্যুর সময়ে তিনি পাশে থাকতে পারলেন না । পাঞ্চাল তিষ্য রাতে গোপনে জিতসোমের কাছে এসে রাজা বিম্বিরারের মৃত্যু সংবাদ দেন । সোমাও চাইছেন কুমার যাতে তাঁকে হত্যা করেন সোমা ভক্তি করেছিলেন রাজা বিম্বিসারকে –তিনি কুমারের প্রতি কখনো সুমুখ হবেন না । সে যুগে বিদূষী গনিকাদের যথেষ্ট সন্মানের স্থান দেওয়া হয়েছে ।

দুই শ্রেষ্ঠী নন্দিয় ও উদয়ের কথোপকথন থেকে জানা যায় যে কুমার অজাতশত্রু শ্রেষ্ঠী যোতীয়র প্রাসাদ লুঠ করতে যান –কিন্তু রাজা সসৈন্য যোতীয়র প্রাসাদের প্রধান দ্বার দিয়ে ঢুকে দেখেন অপরদিকে বস্ত্রাবরণ –তাঁর পিছনে সশস্ত্র রক্ষীদল অপেক্ষা করছে । অরক্ষিত গৃহ থেকে লুঠ করার বদলে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে গৃহ লুঠ করা অশোভনীয় তাই ফিরে যাবার পথে যোতীয়র সঙ্গে দেখা –যোতীয় অজাতশত্রুকে তাঁর হাতের মূল্যবাণ দশটি অঙ্গুরীয় দেখিয়ে কেড়ে নিতে বলেন কিন্তু তিনি না পারায় যোতীয় বললেন শ্রেষ্ঠীদের কাছে বল প্রয়োগ করে কিছু পাওয়া যায় না । আজও সাধারণ মানুষ রাজস্ব দান না করলে রাজ্য চালান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাতেও অসম্ভব হয়ে পড়বে ।

অন্যদিকে শ্রেষ্ঠীরা যেটা উপলব্ধ করেছেন তা হল কোসলরাজের বন্ধু প্রসেনজিৎ বন্ধু বন্ধুল মল্ল ও তাঁর এগারো পুত্র তথাগতর সঙ্গে দেখা করতে যাবার পথে দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নিহত হয়েছেন –যারাই তথাগতর শরণাগত তাঁদের পরিণতি মর্মান্তিক, অপ্রত্যাশিত । অনঘ, সুভদ্র ও চণক তিনজনই তক্ষশীলার স্নাতক –লোক 'ত্রয়ী', 'ত্রিবেদ' বলত তাঁরা গান্ধার তথা সমগ্র জম্মুদ্বীপের দুঃসময়ে অনুপস্থিত । বন্ধুল পত্নী স্বামী সন্তানদের মৃত্যুসংবাদ শুনে বুদ্ধ ও সংঘের সেবায় নিয়োজিত হয়েছেন আর কোশলরাজকুমারী কোশলবতী বিষপানে আত্মঘাতী হয়েছেন স্বামী বিম্বিসারের মৃত্যুর শোকে । প্রতিশোধ স্পৃহা নিবৃত্ত করতে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ মগধ রাজকুমারের প্রতি যুদ্ধ ঘোষণা করে দীর্ঘকারায়ণ ও বিরূঢ়ককে সৈনাপত্য করে পাঠিয়েছেন ।

বারাণসী ফিরবার পথে পাঞ্চাল তিষ্যও যুদ্ধে যোগদান করেন । তথাগতর উপস্থায়ক আনন্দ (শাক্য অমৃতদোনের পুত্র) এবং তথাগত গৃদ্ধ্রকূটের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন । তাঁদের লক্ষ্য করে উপর থেকে পাথর নেমে আসে । তথাগত আহত হন । আনন্দ তাঁকে পরামর্শ দেন রাজগৃহ ছেড়ে পালাতে কিন্তু মৃত্যুহীন কোন স্থান নেই বলে তিনি সম্মত হলেন না । আর একবার পথে গুপ্ত ঘাতক মোতায়ন করা হয়েছিল বুদ্ধকে হত্যার উদ্দেশ্যে । প্রথম দলকে বলা হয়েছিল প্রথম এই পথ দিয়ে যে আসবে তাকেই হত্যা করতে । আর তথাগতকে দেখে তাঁরা আশ্চর্য হয়ে তাঁর শরণ নেয় । এরা যখন গৃহে ফিরছে তখন পাঁচটি ধনুর্গ্রহ বেরিয়ে আসে প্রথম দলকে হত্যা করতে । দ্বিতীয় দলের একজন প্রথম দলের একজনকে চেনে । তখন তাঁরা ষড়যন্ত্র বুঝতে পারে

– বুদ্ধ হত্যার কোন স্বাক্ষীও থাকত না । উচ্চকণ্ঠে তারা এই ষড়যন্ত্রকে ধিক্কার জানায় । নালাগিরি নামক দুর্দান্তস্বভাব হাতিকে সুরাপান করিয়ে বুদ্ধ যখন ভিক্ষার্থে বেরিয়েছেন তখন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে । হাতির সামনে শিশুকোলে এক মা পড়ে গেছেন –বুদ্ধ তাড়াতাড়ি হাতিটির সামনে দাঁড়িয়ে কী যেন বললেন –হাতি শুঁড় তুলে মহারাজ বিম্বিসারের গায়ের ঘ্রাণ পেয়ে শান্ত হয়ে জানু মুড়ে বসে পড়ে । অর্থাৎ রাজগৃহের মানুষ তাঁর মহিমাদর্শনে আপ্লুত হয়ে পড়েন ।

স্থবির জানেন কোশলরাজ প্রসেনজিৎই বন্ধুল ও তাঁর পুত্রদের হত্যা করিয়েছেন যতই তাঁরা দুজনে সতীর্থ হোন না কেন ? ধনুর্গ্রহ তিষ্যর পরামর্শে কাশী ও গয়ার পথের প্রবেশপথে দুটো গিরিশ্রেণীর মাঝে প্রসেনজিৎ অজাতশত্রুকে পরাস্ত করেন –কিন্তু আশ্চর্য দু-দিন বন্দী রাখার পর কন্যা বজিরার সঙ্গে অজাতশত্রুর বিয়ে দেন । তাহলে যুদ্ধ কি লোকদেখানো লোকক্ষয় ছাড়া আর কিছু –সমঝোতা রাজায় রাজায় ইতিহাস সাক্ষী । মানুষ প্রান সৃষ্টি করতে পারে না –তাহলে প্রানিহত্যা প্রাণের হত্যা জীবনের রহস্য না জেনেই যুদ্ধে প্রাণ দিলো যারা তাঁদের কথা কে ভাববে ? রাজনীতিকগণ চিরকাল ধরে ক্ষমতার লোভে এই গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত । জীবকের মত চিকিৎসক তাঁর সমগ্রজীবন ধরে রোগীর চিকিৎসা করেও কি মানুষের সব যন্ত্রণা নিরসন করতে পারলেন ? কোশল নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে না – মগধের অর্ন্তভূক্ত হয়ে পড়বে । শাসনকার্য স্থায়ী করতে হলে উদ্ভাবনী শক্তির সঙ্গে শুভবুদ্ধির মেল-বন্ধন ঘটাতে জানতে হবে । শাসক মনোমত না হলে অমাত্যরা যেমন রাজাকে সিংহাসন থেকে নামায় তেমনি গণতন্ত্রেও শাসক পছন্দ না হলে মানুষ অন্য নেতা নির্বাচন করেন । পাঞ্চাল তিষ্যর নিষেধ সত্ত্বেও বিরূরক কপিলাবস্তুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে । বিরূরককে বোঝান গেল না –কোশল আর তার রাজবংশ এক নয় । ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বকে রাজারা সামগ্রিক করে দেখেন তাহলে তো জিতসোমা –রাজশাস্ত্রে যে স্বর্গরাজ্যের বর্ণনা করেন তা কোনোদিনই গড়ে তোলা সম্ভব নয় । মানুষের হৃদয় থেকে হিংসাকে কোনোদিন উচ্ছিন্ন করা যায় না –কামনাকেও বিনষ্ট করা যায় না । দেহবাসনার রূপান্তর সবচেয়ে সুন্দর । পাঞ্চাল তিষ্য জীবন নারীরাই –বিশাখা এবং অলভা, ভদ্রা এবং অম্বপালী, অবশেষে সোমা ও জিতসোমা তার অর্ন্তজীবনকে গড়ল । একটু করে পূর্ণতা দিল ।

বিশাখা আক্ষেপ করেন তার জীবন শুধু নষ্ট হল । 'পূর্বারাম সংঘের ভিক্ষুকরা চীবরের পেটিকা নিয়ে কলহ করছে ।' ৯ শ্রেষ্ঠীদের পাঠানো অন্ন দিয়ে মহাভোজের আয়োজন করেছিল ভিক্ষুকরা । 'নিমন্ত্রণে কে দধির অগ্র পায়নি, কার ভাগের মাংসে অস্থি অধিক ছিল এই নিয়ে নিমন্ত্রককে কটু কথা শুনতে হয়।' ১০ বিশাখা এখন উপলব্ধি করেন 'মুষ্টিমেয় অর্হন, অদি-ভিক্ষু ও সৎ কয়েকজনকে বাদ দিলে সংঘ একটি অলস, পরভোজী, অপদার্থ মানব সম্প্রদায় সৃষ্টি করে চলেছে। শুধু মুন্ডিত মাথা আর রক্তকাষায়ের জন্য মানুষের শ্রদ্ধা ও দান অবলীলায় নিয়ে যাচ্ছে এবং তাইতে এদের আত্মাভিমান, অধিকারবোধ আরও বেড়ে যাচ্ছে ।' ১১ যে বিশাখা নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্য মিগারগৃহে সংগ্রাম করেছেন -যে বিশাখা তাঁর সমস্ত জীবন তথাগতর শরণে সেবায় নিজেকে সমর্পণ করেছেন সেই বিশাখা আজ দ্বিধাগ্রস্থ তথাগতর আচরণে । তথাগত ভিক্ষুনীসংঘ স্থাপ্নের সময় বলেছিলেন –নারীদের স্থান দেওয়ায় ধর্মের আয়ু পাঁচশত বৎসর কমে গেল –কিন্তু বিশাখার মনে হয়েছে ধর্মের আয়ু আরও কম । কারণ বিশাখার মাতৃহীনা ভগ্নী সুজাতার বিয়ে হয় মহাশ্রেষ্ঠী সদুত্তর ঘরে । বিশাল পরিবার,

বহু প্রকারের মানুষ সেখানে, হতভাগিনী সেখানে বালিকা স্বভাবে আগের মতই আহার-বিহার করে –তাঁর নামে তথাগতর কাছে অভিযোগ এলো সে দুর্বিনীত, কাউকে মান দেয় না, অমনি ভগবান সেখানে গিয়ে তাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে এলেন সে দাসীর মতন থাকবে । ধনঞ্জয়ের কন্যা দাসী ! বিশাখা ভগবানের সাথে কলহ করেছেন । বলেছেন ভগবান প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ইচ্ছানুযায়ী চলছেন, বলছেন প্রব্রজিতদের গুহার কন্দরে থাকাই ভালো যেমন বলতেন শ্রমণ দেবদত্ত । আরও বলেছেন সমাজের শক্তি ভগবানের থেকে অনেক বেশী । তিনি কি পেরেছেন বিম্বিসারের হত্যা রোধ করতে ? তিনি কি পেরেছেন নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে । যে ভগবান অন্ত্যজদের দুঃখ, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থামাতে পারেন নি –তিনি কি করে বহুজনহিতের কথা, বহুজনসুখের কথা, শ্রামণ্যফলের কথা বলেছেন । থের দেবদত্ত তাঁর উপলব্ধি সম্পর্কে কুমারকে বলছেন

কুমার বুঝলাম সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী আর গৃহীর পথ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । সম্পূর্ণ । সম্পূর্ণ। সন্ন্যাসী কখনও অর্ধগৃহী হবেন না । এই যে সব বিশাল বিশাল বিহার নির্মিত হচ্ছে, সর্বশ্রেণীর মানুষ সে চন্ডাল হোক, পুক্কুশ হোক, সংঘভুক্ত হচ্ছে, রোগ-ব্যাধির নাম করে তিন তলিকা পাদুকা পরা হচ্ছে, মধু, ঘৃত, পায়স, গৃহস্থের গৃহে অন্নভোগ মৎস্য মাংস সহযোগে, এ সকল কি অর্ধগৃহীত্ব নয় ? সন্ন্যাসী হতে চাও পূর্ণ সন্ন্যাসী হও, আর নইলে পূর্ণ গৃহী । গৃহীর সামাজিক দায়িত্ব কি অল্প ? প্রকৃতপক্ষে তা সন্ন্যাসীর চেয়ে অনেক অধিক । গৃহীই সমাজকে, পৃথিবীকে রাখে । সেই গৃহীরা যে সন্ন্যাসীর লবণ ও অম্লতৃষ্ণা মেটায় , তাকে প্রয়োজনে রক্ষা করে এই-ই তো অনেক । এর ওপরে এ কানন দাও, ও কানন দাও, বিহার গড়ো, নিমন্ত্রণে আপ্যায়িত করো, এ সকল কি ভালো ? আমি একজন অর্হন, জীবন্মুক্ত পুরুষ –আমি বলছি ভালো নয়, এ কখনও কল্যাণকর হতে পারে না ।১২

অর্থাৎ বুদ্ধের মঝ্ঝিম পন্থার বিরোধিতা করে দেবদত্ত বললেন –গৃহীর দায়িত্বও পালন করতে হবে না । সন্ন্যাসীর করনীয়ও করতে হবে না । গৃহীর সুখও রইল, সন্ন্যাসীর সুখও রইল ।

বিশাখা সাত বছর বয়সে স্রোতাপত্তি মার্গে প্রবেশ করেছিলেন । বিশাখার সন্তানেরা বিপথগামী । বিশাখা চেয়েছিলেন নারীদের জন্য, দাসেদের জন্য কিছু করতে, পারেননি –তিনি ব্যর্থ । এই সেই বিশাখা সাকেত সুন্দরী গরবিনী কিশোরী যে হতে পারতো রাণী । কোন পদই যার পক্ষে অধিক মর্যাদার হতো না । সেই বিশাখা জীবনে কিছু পান নি । কী প্রবল আত্মপ্রত্যয় নিয়ে জীবন শুরু হয় –তারপর যখন ফেরার পথ থাকে না তখন উপলব্ধি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়েছি ।একি শুধু মিগারমাতা বিশাখারই অনুভব ? অধিকাংশ কর্মী মানুষেরই তো এই এক অনুভব ? বিম্বিসার কি পারলেন রাজসংঘ প্রতিষ্ঠা করতে ? চণক কি পারলেন বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে জম্বুদ্বিপকে সংহত করতে ? ঐক্যবোধ আনতে ? ভগবান বুদ্ধ কি পারলেন পারস্পরিক হিংসা, যা দেখে তিনি উন্মন হয়েছিলেন, তা বন্ধ করতে ? উপরন্তু বলা যায় বহু হিংসার অনুষ্ঠানের পরোক্ষ কারণ তিনিই । হত না বিম্বিসার হত্যা তিনি না এলে, অহিংসার বাণী প্রচার না করলে । কারণ রাজগৃহের আপামর মানুষ প্রাণপণে সাম্রাজ্যের গৌরব চেয়েছিল, আজ যে বিরূঢ়ক শাক্যদের ধ্বংস করতে ছুটছে তা-ও হত না, শাক্যমুণিকে দেখে মুগ্ধ প্রসেনজিতের মনে শাক্য কণ্যার লোভ না জাগলে । মগধ কোশল বন্ধুভাবে এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারত হয়ত । হয়ত রূপ পেত রাজসংঘ –হয়ত বা।

পাঞ্চাল তিষ্য মনে মনে ভাবেন চণক থাকলে বিম্বিসারের এই পরিণতি হত না –তিনি চণক ও বিম্বিসারের সাথে বসে নক্ষত্রালোকে আলোচনা করতেন রাজনীতি –মানবনীতি । কানন পার হয়ে তিষ্য নক্ষত্রালোকিত

প্রান্তরে পৌঁছলেন –একটি তীক্ষ্ণ ছুরিকা নিপুন ঘাতকের দ্বারা পিঠের বাঁদিকে এমন ভাবে বিঁধে গেল –আর্তনাদ পর্যন্ত করতে পারলেন না । শাক্যদের শিশু-বৃদ্ধ-নারীদের গরম রক্তে হাত ধুয়ে প্রতিহিংসার শপথ পূর্ণ করেছে বিরূঢ়ক । শ্রাবন্তীর একমাত্র পথের কাঁটা তিষ্য নিহত । অচিরবতীর শুষ্ক খাতে ঢল নেমেছে –উজান বৃষ্টি ।

মাৎস্যন্যায়ে পূর্ণ অরাজক শ্রাবন্তী নগরী ছেড়ে কোলে শিশুপুত্র নিয়ে গান্ধার নটী জিতসোমা ফিরে চলেছেন গান্ধারের দিকে । 'চলতে চলতে গান্ধারী ভাবেন সারাজীবন কি তিনি প্রবাসেই কাটালেন ? মধ্যদেশ...-এই মধ্যদেশ তাঁকে মুক্তি দিয়েছে, কর্ম দিয়েছে, প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, প্রেম দিয়েছে, শোক দিল মর্মান্তিক বিচ্ছেদের, মর্মান্তিক মৃত্যর । ব্যকুল আশঙ্কায় এখন মাতৃভূমির কোলে ফিরছেন তিনি । পার্সপুরীর রাজা ধারদ্বসুর সামন্তরাজ্য এখন গান্ধার পরপদানত ।' ১৩ তবু মা দেবদত্তার নিঃশ্বাস মিশে আছে তক্ষশীলার বাতাসে । পিতা দেবরাতের ভাবনা । পিতা দেবরাতের স্বভূমিতে বেড়ে উঠুক তাঁর কন্যার বংশ । তিষ্যপুত্র চণক –তার পুত্র চণক, তার পুত্র, তার পুত্র –সোমা চণকের রক্ত এবং স্বপ্ন নিয়ে নতুন গোত্র জন্ম নাবে নাকি ? সেই চাণক্য গোত্র সম্ভব কোন প্রতিভাধর দূর ভবিষ্যতে যদি চণকের স্বাধীনতার স্বপ্ন বুঝতে পারে, যদি বন্ধন মোচন করতে পারে ।

বুদ্ধ চেয়েছিলেন সমাজের প্রভাব বলয়ের বাইরে যেতে তবে সম্পূর্ণরূপে নয় –এখানেও মধ্যপন্থা –তাই রাজাকে উপেক্ষা করে নটীর নিমন্ত্রন গ্রহণ করেছেন । জীবনের অন্ত্যপর্বে চন্ডাল সোপাক, নীচকুলজাত সুনিথকে সংঘে গ্রহণ করেছেন । নহাপিত উপালিকে শ্রেষ্ঠ বিনয়ধরের সন্মান দিয়েছেন । তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন তিনি অন্তর্যামী আবার অন্তর্যামী ননও ।কিছু অনুমান করতে পারেন কিছু পারেন না । বিপুল চরিত্রজ্ঞান অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আর করুণা দিয়ে পৌছাতে পারেন অনেক সময় দ্বন্দ্বের মূলে, সমস্যার মূলে ।তিনি যেখানে পৌঁছেছেন ধ্যানস্তিমিত এই প্রসান্তির পারাপারে বিক্ষোভ ওঠে না । বিনয়সূত্রে যা লিপিবদ্ধ আছে তাকেই যেন তাঁর ভক্তরা তাঁর বাণী বলে মানে । কম্মার চুন্দ সুকরমদ্দ নামে একপ্রকার ছত্রাকের ব্যঞ্জন খাওয়ান তাঁকে নিমন্ত্রন করে । আর তাতে বিষম রোগযন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েন । বুদ্ধ ঘোষণা করেন সদ্ধর্মের প্রভাব লুপ্ত হয়ে আসবেন আরেক 'মৈত্রয়' পাঁচ হাজার বছর পর ।

শোন ও মহানদীর মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ পাহাড় জঙ্গলময় মালভূমি অঞ্চলে বনকেটে বীজ বুনতে থাকেন চণক । ঢেঁকিতে কুটে ধান থেকে চাল হয় । পুজো হয় গ্রাম দেবতা বুঢ়ামবুঢ়া বুঢ়ামবুঢ়ির । চণক তাঁর কেশবতী শবরী পত্নী রগ্‌গা মিশ্রবর্ণের স্বাস্থ্যল সন্তান প্রসব করে। তাঁর মনে পড়ে আবার পড়েও না তিনি কে, কি তাঁর করার ছিল –কিন্তু তিনি বইতে থাকেন পাঁচ হাজার বছর পরেকার সময়বিন্দুর দিকে । বইতে থাকেন 'মৈত্রয়' হবেন বলে । আমাদের আরো আড়াই হাজার বছর অপেক্ষা করতে হবে জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে সেই 'মৈত্রয়'র জন্য । আমরা ইতিহাসে আর এমন চরিত্র দেখতে পাই না যিনি আধ্যাত্মিক মানুষ অথচ রাজা ও বনিকদের একটা সম্পর্ক স্থাপন করে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন মানব সমাজকে । হয়তো তাঁর সেই স্বপ্ন কোন দিন সত্য হয়ে উঠবে ।

তথ্যসূত্র

১) বসু বাণী, 'মৈত্রয় জাতক', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ৪২০

২) তদেব পৃষ্ঠা ৪২০

৩) চট্টোপাধ্যায় ডঃ প্রনবকুমার ও মুখোপাধ্যায় সুদেব, ভারত ও আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস, প্রান্তিক, ১৮, ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রিট, কলকাতা- ৯, পৃষ্ঠা ২২

৪) তদেব পৃষ্ঠা ২২

৫) বসু বাণী, 'মৈত্রয় জাতক', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা- ৪০৫

৬) তদেব পৃষ্ঠা -৪০৫

৭) তদেব পৃষ্ঠা -৪০৮

৮) তদেব পৃষ্ঠা -৩৫৭

৯) তদেব পৃষ্ঠা -৪২৭

১০) তদেব পৃষ্ঠা -৪২৭

১১) তদেব পৃষ্ঠা -৪২৭

১২) তদেব পৃষ্ঠা -৩৮৬

১৩) তদেব পৃষ্ঠা -৪২৯